দুয়ার হ'তে অদূরে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স * কলিকাতা বারো

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৯

দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬০

তৃতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানসী প্রেস

৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

এই পৃথিবীকেই রোজ দেখায় আর হঠাৎ একদিনের দেখায় এক এক সময় বড় প্রভেদ হয়ে যায়, তারই নগণ্য ইতিহাস এই চিঠিটুকুতে রয়েছে। এতই নগণ্য যে, এক একবার মনে হয় এ চিঠির খাম ছেঁড়া না হলেই যেন ভালো ছিল।

'গুপী-নারাণী-পালবৌ'-এর কাহিনীটি বহু পূর্বে বেরিয়েছিল, পরে আমার একটি গল্পপুস্তকে স্থান পেয়েছে। ওটিকে আবার এইখানে গুঁজে দিলাম কেন, আশা করি তার কারণ পাঠক-মাত্রেই আন্দাজ করে নেবেন, আলাদা কৈফিয়ত দেবার দরকার হবে না। এবার থেকে ওর জায়গা কায়েমীভাবে এইখানেই।

এই সাত-আট বছরের মধ্যে মাঝেরহাট-ফলতায় অনেক কিছু বদলেছে, সুতরাং কেউ যেন খুঁটিনাটি মেলাতে না যান —নিজেও বিড়ম্বিত হবেন, আমাকেও বিড়ম্বিত করবেন।

ব. ভ. ম.

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু॥

—রবীন্দ্রনাথ

এক

প্রীতিভাজনেষু,

জীবনে সবচেয়ে কিসে বেশি আনন্দ পেয়েছি জানতে চেয়েছ। বড় শক্ত প্রশ্ন। এই অধ শতাব্দী ধরে একটা জীবন, মহাকালের দিকে একবার চোখ তুলে দেখলে যেমন কিছুই নয়, একটা বুদ্বুদ মাত্র, যা এইবার ফেটে মিলিয়ে যাবে, মানুষের সীমাবদ্ধ আয়ুষ্কালের তুলনায় আবার তেমনি অনেকখানিই তো? এতে, এরই মধ্যে কতভাবে কত আনন্দের আলো ফুটল, কত দুঃখের ছায়াপাত হল, গভীরতার অনুপাতে তাদের ওপর নম্বর বসিয়ে হিসাব করে বলা কি সহজ?

উত্তরটা দেবার চেষ্টাই করতাম না, "একরকম আছি, সর্বাঙ্গীণ কুশল তো?" বলেই সেরে ফেলতাম চিঠিটা, হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা জিনিসে খুব আনন্দ পেয়েছি এক সময়। সবচেয়ে বেশি কিনা—তোমার এই সবচেয়ে শক্ত প্রশ্নটার উত্তর দেবার চেষ্টা না করে কথাটাই সোজাসুজি বলে যাই, লিপির দীর্ঘতা দিয়ে যদি আনন্দের গভীরতা মাপবার চেষ্টা কর, আমার আপত্তি নেই।

ঘোরা বাই ছিল খুব বেশি। ভুল বুঝতে পার, তাই বলে দিই এ-ঘোরার মধ্যে কোন আভিজাত্য ছিল না। হোল্ড-অল-সুটকেস-ব্রাডশ-বিবর্জিত এই ঘোরা, এর একদিকে যেমন ছিল না সিমলা-শিলং-উটী, অন্যদিকে তেমনি ছিল না—কাশী-কাঞ্চী-রামেশ্বরম্। বড় কাজের পর বড় অবসরে একটু বড় করে হাঁপ ছেড়ে আসা নয়, নিত্যকর্মের মধ্যে সামান্য একটু পলাতক-বৃত্তি—এই ছিল আমার ঘোরার মূল কথা। এত সামান্য কথা যে লিখতে কুণ্ঠা আসে।

কিন্তু কি করব? ঐতেই পেতাম আনন্দ হয়তো সবচেয়ে বেশিই। যদি বলি, ঐ একটুখানি ঘুরে আসার নেশা আমায় ঘটা করে ঘোরার উল্লাস থেকে